ইন্টারনেট ডাটাবেজ –এশিয়ার বাণিজ্যে আনছে বিপ্লব

আগামী ২০১০ সালের মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সংখ্যা এক শত কোটি ছাড়িয়ে যাবে। তাই স্বাভাবিকভাবেই আপনি চাইবেন ইন্টারনেটের মাধ্যমে আপনার উৎপাদিত পণ্যকে সবার কাছে পরিচয় করিয়ে দিতে এবং এর জন্য নির্ভর করবেন ওয়েব পেজের উপর। বর্তমানে বিশ্বে প্রায় পাঁচ কোটি ওয়েবপেজ আছে এবং প্রতিদিন আরো দশ হাজার করে নতুন ওয়েবপেজ তৈরি হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হলো– এতো ভীড়ের মধ্যে আপনাকে খুঁজে পাওয়া যাবে কি ভাবে? আর এ প্রশ্নের উত্তর দিতেই এসেছে inasia.com. যা কিনা উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ক্রেতাদের কাছে দ্রুত, কমমূল্যে এশিয়ার বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনকারীর পরিচয়, বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা তুলে ধরছে। একই সাথে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এশিয়ার বিভিন্ন কোম্পানিগুলো স্বল্পমূল্যে তাদের পণ্য এবং সেবার কথা সারা বিশ্বে প্রচার করতে পারছে।

মনে করুন আপনি কোন একটি পণ্য সম্পর্কে জানতে চান। কমপিউটারের কয়েকটি কী চাপ দিলেন, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পেয়ে গেলেন এশিয়াতে ঐ পণ্য উৎপাদনকারীদের নাম, ঠিকানা, ক্যাটালগ, দারুণ ব্যাপার ! আর তা যদি হয় বিনা পয়সায় তা হলে তো কথাই নেই। inasia.com দিচ্ছে সেরকম সুবিধাই। শুধুমাত্র ইন্টারনেটের স্বাভাবিক চার্জ দিয়েই আপনি পাচ্ছেন বিভিন্ন উৎপাদনকারীর নাম, ঠিকানা, টেলিফোন, ফ্যাক্স নাম্বার। সেই সাথে নামমাত্র চার্জ দিয়ে জানতে পারেন বিস্তারিত তথ্য, এমনকি নিতে পারেন তাদের ই-মেইল একাউন্টের সাথে hot link এর সুবিধা। কোন কোন ক্ষেত্রে পাচ্ছেন key information page.

এ বছরের ২৫শে জুন inasia.com তাদের কার্য্যক্রম শুরু করে http://www.insia-com। প্রথমে ছিল বাইশটি দেশের প্রায় ছয় লক্ষেরও বেশি কোম্পানির নাম। সম্ভবতঃ এ বছরের শেষে সংখ্যাটি দশ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে। সাধারণ টেলিফোন, ফ্যাক্স বা ই-মেইল ডিরেক্টরীর মতো এখানেও আপনি কোম্পানির নাম, দেশ বা উৎপন্ন পণ্য অনুযায়ী কাংখিত তথ্যটির সন্ধান করতে পারেন।

inasia.com হচ্ছে ইন্টারনেটের একমাত্র বিজনেস সার্ভিস যা কিনা সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ভারতীয় উপমহাদেশ, চীন, তাইওয়ান, জাপানসহ উত্তর এশিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য তথ্যাবলী যুগিয়ে চলেছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এটি আরো কিছু সুযোগ-সুবিধা দিবে। যেমন, মাউসের একটি মাত্র ক্লিকের মাধ্যমে মুহূর্তে যোগাযোগ করতে পারবেন ISO-9000 ডিরেকটরী ফর এশিয়া, বিজনেস নিউজ সার্ভিস, ট্রেড ফেয়ার ডাটাবেজ, এশিয়া পি-আর নিউজ ওয়াচের মতো ট্রেড সার্ভিসগুলোর সাথে, জানতে পারবেন এশিয়ার শীর্ষ পাঁচ হাজার কোম্পানির পূর্ণ বৃত্তান্ত।

আমাদের বিশ্বাস, এশিয়া এবং বাকী বিশ্বের মধ্যে বাণিজ্যের যে সনাতন রীতি চালু আছে, তার মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়ে inasia.com আনবে এক বিপ্লব, বিশ্ব বাণিজ্যকে নিয়ে যাবে এক নতুন মাত্রায়।

মাসুদ তারেক

আইবিএম-এর চমকপ্রদ উদ্যোগ ঃ হাত মেলালেই তথ্যের বিনিময়

আইবিএম কর্পো.-এর গবেষক মিঃ টম জিমারম্যান সম্প্রতি মানবদেহের ভেতর দিয়ে প্রবাহমান বিদ্যুৎ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পকেট কমপিউটারের সাহায্যে তথ্য বিনিময়ের এক চমকপ্রদ উপায় উদ্ভাবন করেছেন। এ পদ্ধতিতে ছোটখাট যন্ত্রপাতি সজ্জিত একজন ব্যক্তি একই ধরনের যন্ত্রপাতি সজ্জিত আরেকজনের সাথে স্রেফ হ্যান্ডশেক করলেই তার বিজনেস কার্ডের যাবতীয় তথ্য, যেমন– নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর এবং অন্যান্য ডাটাগুলো অন্য হাতের ভেতর দিয়ে সে ব্যক্তির পকেট কমপিউটারে ঢুকে যাবে। এর ফলে কোন ব্যক্তির পরিচয়বাহী যে কোন বিজনেস কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, আই ডি কার্ড, ফোন কার্ড এমনকি চাবি বহন করার ঝামেলা পর্যন্ত এড়ানো যাবে। ফোন কার্ডের ব্যাপারটাই ধরুন। আলাদা করে আপনার কলিং কার্ড (টেলিফোন করার জন্য ইস্যুকৃত ব্যক্তিগত নম্বরযুক্ত কার্ড) নম্বর টেলিফোন সিস্টেমে টাইপ করার প্রয়োজন নেই, শুধু রিসিভার চেপে ধরলেই আপনাকে চিনে নেবে টেলিফোন।

জিমারম্যানের গবেষণার মূল সুর এটিই– নিজের পরিচয় প্রকাশের জন্য আর ঝামেলা পোহাতে হবে না, যাই স্পর্শ করবেন, তাই আপনাকে চিনে নেবে। তবে চিনে নেবার প্রক্রিয়াটি যান্ত্রিকভাবে অর্জন করা কিন্তু তেমন সহজসাধ্য নয়। এ পদ্ধতিতে হাত মেলাতে চাইলে প্রথমে তাসের প্যাকেটের সাইজের একটা ট্রান্সমিটার বসাতে হবে আপনার পায়ের তলায়, যার সাথে হাত মেলাবেন তার পায়ের তলাতেও সমান মাপের একটি রিসিভার বসাতে হবে। তথ্য বয়ে নেয়ার প্রয়োজনে খুবই স্বল্পমাত্রার বিদ্যুৎ প্রবাহ শুরু হবে, সার্কিট হিসেবে ব্যবহৃত হবে আপনারই দেহ। এই বিদ্যুৎ প্রবাহ শুরু হবার পর সেটি যেন ঠিক দিক অনুযায়ী প্রবাহিত হয় তা নিশ্চিত করার জন্য পায়ের তলার ডিভাইসগুলোকে অবশ্যই মাটির সাথে ঠেকাতে হবে। সবশেষে হাত মেলালে যখন আঙ্গুলের ছোয়া লাগবে আরেক আঙ্গুলে, তখন পায়ের তলার ট্রান্সমিটার থেকে বিজনেস কার্ডের তথ্যগুলো অপর জনের পায়ের তলার রিসিভারে প্রবেশ করবে। সেখান থেকে তথ্যগুলো পৌঁছে যাবে ল্যাপটপ কমপিউটারে, পর্দায় ভেসে উঠবে যাবতীয় তথ্য।

দেহের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া বিদ্যুতের পরিমাণ কিন্তু খুবই স্বল্প। একটা সোয়েটারের সাথে বেলুন ঘষলে যে পরিমাণ স্থির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তারও এক হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র দেহের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয় হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে। এতে এএম ব্যান্ড ব্যবহার করে সিগন্যাল পাঠানো হয়। রেডিও ফ্রিকোয়েন্সীর চাইতেও দূর্বল এই সিগন্যাল কিন্তু স্পীডের দিক থেকে এটি দারুণ কাজের।

হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে ডাটা ট্রান্সমিশনের কৌশল উদ্ভাবন করেই থেমে যাননি জিমারম্যান। ট্রান্সমিটার-রিসিভার-বডি সার্কিট ব্যবহার করে দেহের ভেতরেই পারসোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার সম্ভাবনার কথাও ভেবেছেন তিনি। এটি সফল হলে বেল্টে ঝোলানো পেজার থেকে রিসিভ করা টেলিফোন নম্বর স্বয়ংক্রিয়ভাবেই পকেটে রক্ষিত সেলুলার টেলিফোনে চলে যাবে। জুতার ভেতরে বসাবার জন্য ছোট্ট কমপিউটারের কথাও ভেবেছেন তিনি, মাটিতে পা ফেললে সেখান থেকে তৈরি বিদ্যুতেই চলবে এটি।

এখন পর্যন্ত 'স্বপ্নের পণ্য' হিসেবেই দেখছে সবাই জিমারম্যানের উদ্যোগগুলোকে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, হ্যান্ডশেক টেকনোলজির জন্য সম্প্রতি পেটেন্টের আবেদন করেছেন তিনি, তবে আইবিএম এটি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করবে কিনা তা এখনো নিশ্চিত নয়।

রবাবা রাগিনী মুশতাক

your ultimate solutions

massive COMPUTERS

massive PROFESSIONAL PC COMPUTERS ®

95/1 New Elephant Road, Zinnat Mansion, 1st floor, Dhaka 1205

UNDERCUT PRICE IS AVAILABLE FOR
486 DX2-66(intel), 486DX4-100MHz(intel)
Pentium 100 MHz & 120MHz (intel)
SYSTEM & ACCESSORIES

Phone : 862856, 864058